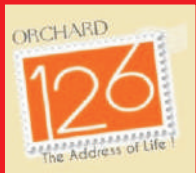


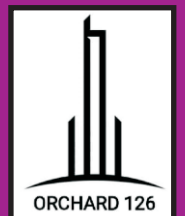
শারদ শুভেচ্ছা

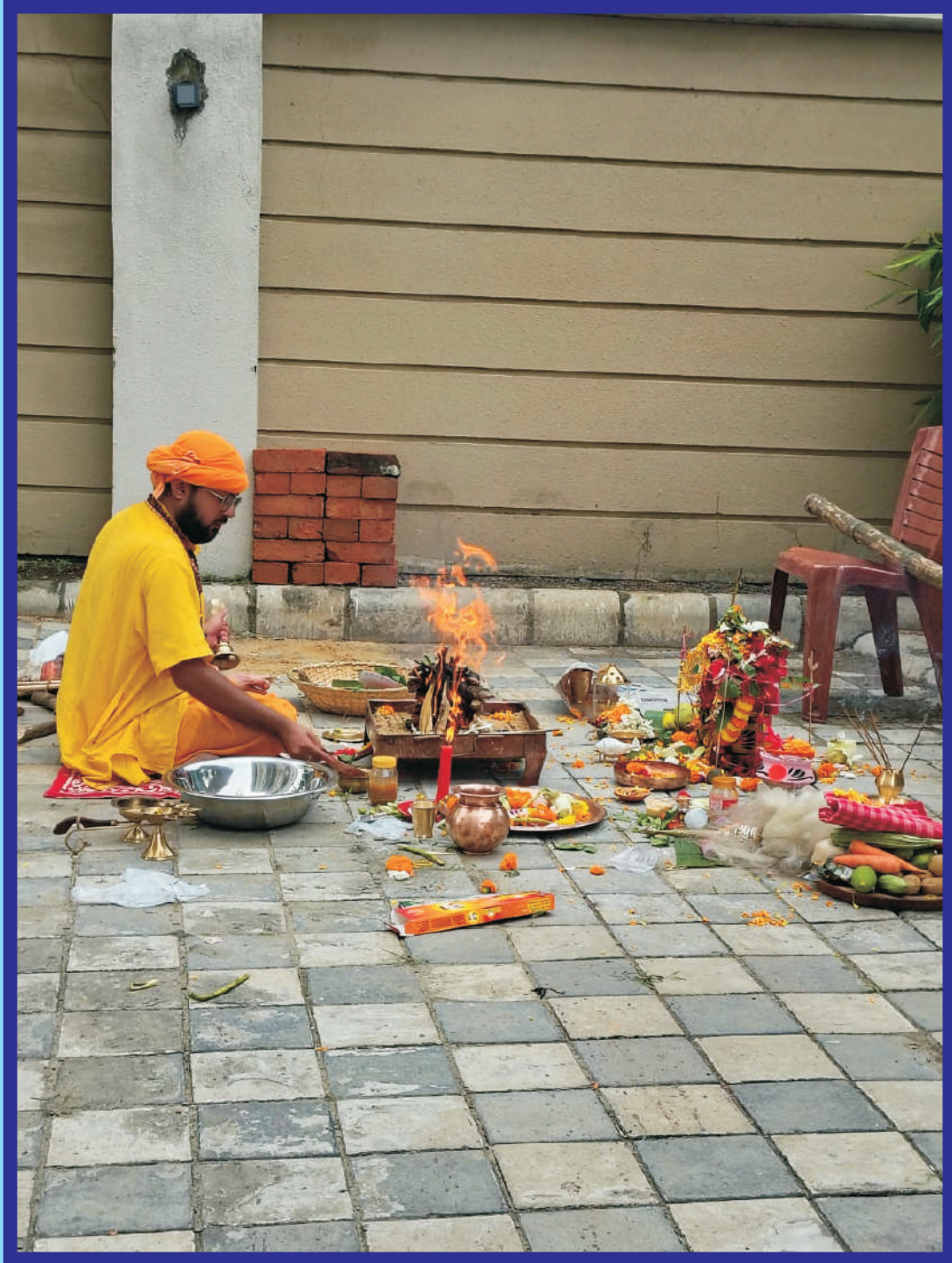


Happy Durga
PUJA



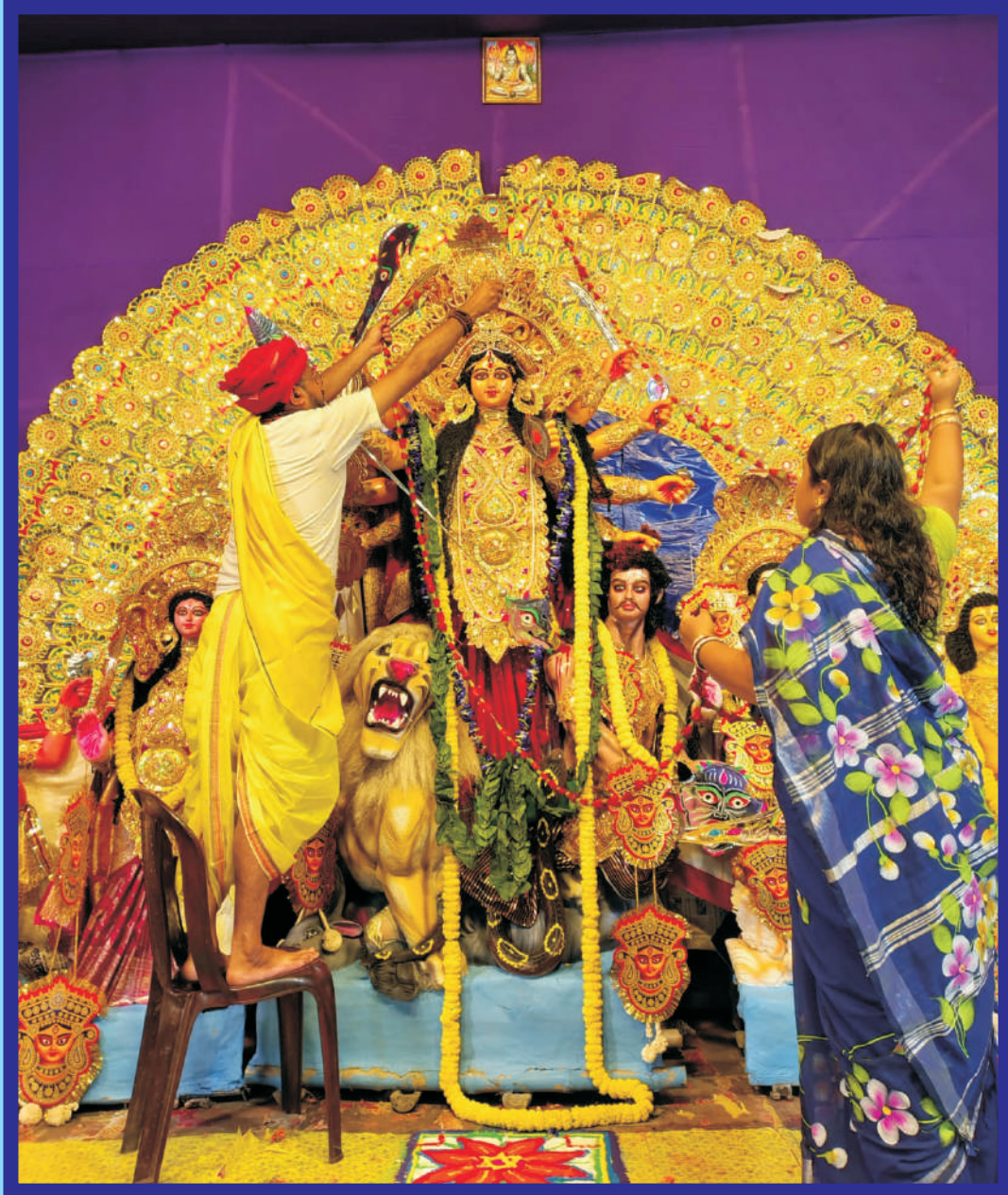
অর্চার্ড ১২৬ অধিবাসীবন্দ







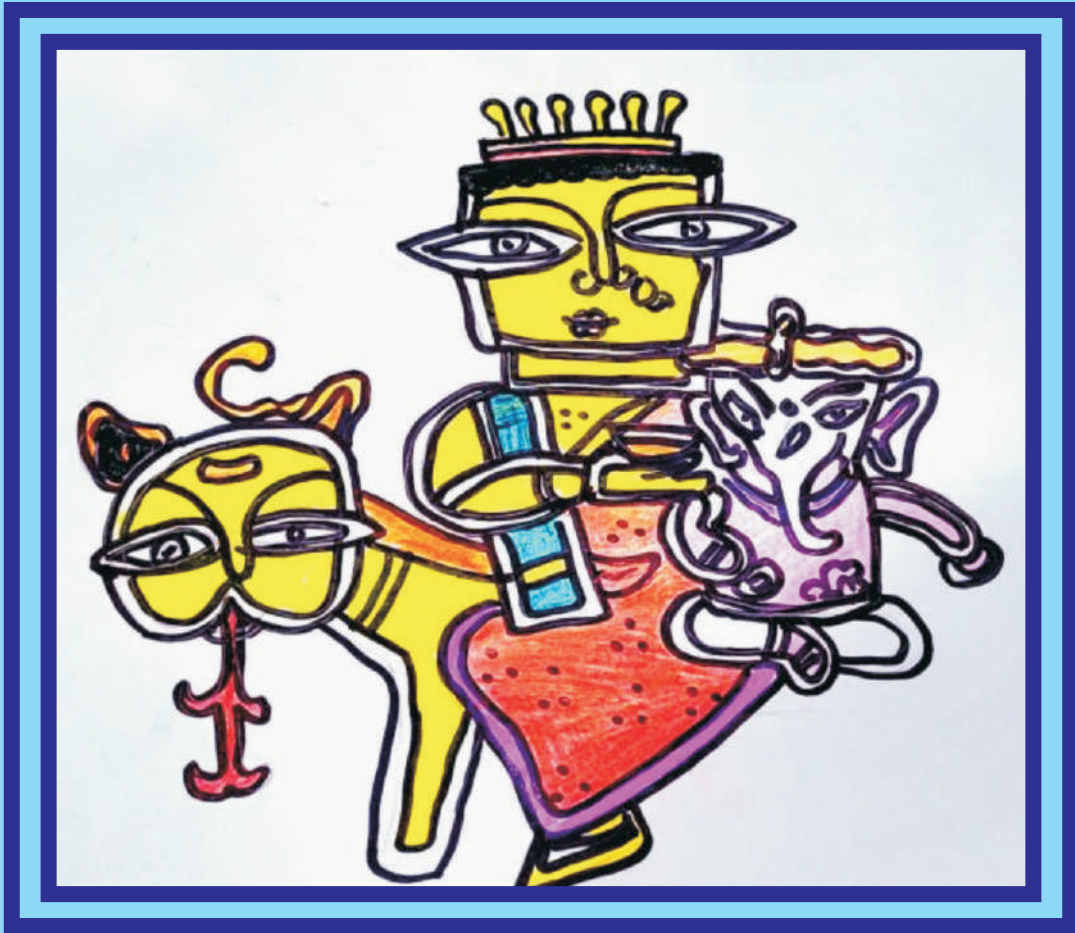






Mayukh Kundu

(16F)



Sampurna Shosh

(20A)



Praneel Mukherjee

(9D)



Kaushiki Chanda

(9B)











Anushka Bannerjee



(8G)







Soham Sengupta



(13C)





Civic sense is the foundation of harmonious living in a community. While adhering to housing society rules is essential, true civic responsibility extends beyond compliance to encompass respect, courtesy, and thoughtful behaviour.



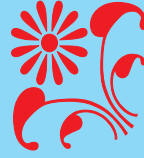



A gentleman in a housing society exhibits civic sense by valuing shared spaces and relationships. This includes maintaining cleanliness in common areas, using amenities responsibly, and refraining from loud or disruptive behaviour. He shows consideration by parking vehicles thoughtfully, disposing of waste appropriately, and respecting privacy within the community.



Civic-minded individuals also promote community spirit through acts of kindness, such as assisting neighbours in need or addressing concerns constructively. These actions cultivate a respectful and supportive environment, making the housing society a pleasant and cohesive place for everyone.



In essence, true civic sense is about being considerate, responsible, and a good neighbour, fostering a sense of mutual respect in the community.





Mrinmay Kundu

**Professor (Physics)
Rampurhat College**

(16F)

Title --- L U N A (The Moon)

Moon is a celestial body which is a natural satellite of the planet earth. Within the solar system it is the largest and most massive satellite and is the fifth largest and massive object among all other dwarf planets except earth.





It is rotating round the earth at an average distance 3,84,400 kilometers from the mother planet, which is about 30 times the diameter of earth. Its mean radius is 1737.4 kilometer which is about 0.2727 of earth's radius. Its perimeter is 10921 km. Surface area is 3.793×10000000 square kilometers which is about 0.074 of earth's surface area. Its volume is $2.1958 \times 10000000000$ cubic kilometers which is about 0.02 of earth's average volume. Mass of the Moon is 7.346×10^{22} kilogram which is 0.0123 of earth's volume.

Mean density of Moon is 3.344 gram per cubic centimeter which is 0.606 times the Mean density of earth.

Gravitational attractive force is 1.622 meter per second square where as this value is 9.8 meter per second square on earth's surface. Rotational period is 29.5 earth's day that means 29.5×24 hours. This is why Full moon day or New Moon day repeats after one month as we observe.

Its surface temperature is, on the average, 250 degree Kelvin or -23 degree Celsius. Environmental pressure is ten to the power -7 Palladium or ten to the power -12 Bar. Earth's atmospheric pressure on sea level is nearly 1.013 Bar. So lunar pressure is "one divided by ten to the power twelve" times earth's atmospheric pressure.

Its surface air consists of Helium, Argon, Neon, Radon and Hydrogen. Lunar crust is full of Sodium and Potassium. The lunar surface is covered by lunar dust. Its surface is covered with mountains, rocks, holes, spikes. Surface has a number of holes from which sunlight cannot reflect and so look like a number of black spots. The dark SeaS observed on Moon surface are composed of cooled molten lava created in ancient times on Moon. The Moon is the brightest celestial object in earth's night sky. Sunlight falling on moon surface is reflected to earth and the moon looks brilliant. Soviet Union sent rocket to moon LUNA-1 in 1958 and LUNA -2 in 1966. First in July 20, 1969, USA launched APOLO - 11 spaceship to moon with 3 astronauts landing EAGLE space craft on lunar surface first on moon.





They returned to earth safely .However , moon is a cold and hard object that does not radiate heat or light . Scientists predicted that moon was created as a fragment when two stars or two planets collided with each other. After being born , the moon started to rotate about earth by the Gravitational Force and Rotational Inertia .In the first space mission launched by USSR , the space ship contained a trained dog named LAIKA .In the second space mission launched by USSR , the space ship contained two rabbits . But none of the above two rockets returned back since they burnt and lost in the way . The spaceship APOLO -11 launched by USA contained 3 astronauts ---- NEIL ARMSTRONG , EDWIN ALDRIN , MICHEL COLLINS . All three returned to earth safely from Moon.



॥ মা দুগ্ধার আগমনী ॥

কলমে ঃ সংগ্রাম কুমার মন্ডল
(14A)

মা দুগ্ধার আগমনী এবার
পালকিতে চড়ে,
কাতু গণা লক্ষ্মী সর তাই
মাকে ধরে পাকড়ে।

মা গো তোমার চরণ ধরি
এবার দয়া করে,
আকাশ পথে নিয়ে চলো
যাত্রী বিমান ধরে।

কৈলাসের গা ঘেঁষে কত
বিমান যায় উড়ে,
মোদের কেন যেতে হবে মা
প্রাচীন পালকি চড়ে।

মর্তে এখন সাধারণ মানুষ
চড়ে উড়োজাহাজ,
আর আমরা যেতে চাইলে
দেখাও কেন বাঁঝা!

তোমার অসংখ্য পুত্র প্রতীম
ভক্ত আছেন মর্তে,
বিমান ব্যবসায় কোটিপতি
তঁারা এই মুহূর্তে।

বছরে মাত্র একটি বার মোরা
যাই মামার বাড়ি,
তাতেও তোমার নিয়ম কেনো
এত কড়াকড়ি?



মর্তে এখন যত্রতত্র মারণাস্ত্র
তৈরীর কারখানা,
কাতু কয় তীর ধনুক দিয়ে কি
আত্মরক্ষা হয় মা?



ওখানে গিয়ে দিও মা আমায়
একটা পিস্তল কিনে,
কথা দিলাম তোমায় করবোনা
বাঁদরামি কারো সনে।



লক্ষ্মী সরস্বতী একসাথে বলে
যে যাই বলুক মা,
মর্তে গিয়ে দিতে হবে মোদের
নতুন শাড়ি গয়না।



গণেশ অনেক ভেবে চিন্তে কয়
চাইনা আমার কিছু,
শুধু যখন যেটা চাইবো খেতে
বাধ সেধোনা পিছু।





ডাওহিলের দুঃস্বপ্ন

কলমে : কুণাল মুখার্জী (14C)

গালের কেটে যাওয়া জায়গাটা রুমালে চেপে ধরে হোটেলের ফ্লোর অ্যাটেনডেন্ট ছেলেটার কাছে একটু ডেটল বা কিছু অ্যান্টিসেপটিক লোশন চেয়ে হতাশ হলাম। এতো রাতে ম্যানেজারের স্টোর বন্ধ, চাবি নিয়ে সে অনেক আগেই বাড়ি চলে গেছে। বুদ্ধিটাও অবশ্য দিলো সেই। "উপরকা ফ্লোরমে ডাগদার বাবু হয় না। উনকে পাস মিল সাকতা হয়। "

মনে পড়ে গেলো, ঠিক কথা। ডক্টর শান্তিরাম গোমেজের সঙ্গে আজ বিকেলে আলাপ হয়েছে ক্যান্টিনে চা খেতে খেতে। ভদ্রলোক বিহারের জামালপুরের বাসিন্দা। ক্রিশ্চিয়ান, ওখানে একটা চার্চের ডাক্তার হিসেবে কাজ করেন। নিজের চেম্বার ও আছে। চার্চের কাজটা অবশ্য সখে, চ্যারিটি। এখানে মানে হিলটপ হোটেলে উঠেছেন ৩১১ ঘরে, তিনতলায় শেষ প্রান্তে হবে বোধহয়। দোতলার ঘরের বিন্যাস দেখে সেরকমই মনে হয়।

তিনতলার জন্য সিঁড়ির দিকে পা বাড়লাম।

ডক্টর গোমেজের ঘরের দরজা হালকা ফাঁক। ঘরের মৃদু নীল মায়াবী আলো দরজার ফাঁক দিয়ে বেরিয়ে লম্বালম্বি শুষে আছে করিডোর জুড়ে। রাত এগারোটা, সব বোর্ডাররাই বোধহয় শুষে পড়েছে। বেড়াতে এসে সকলেই ভোর ভোর উঠে পড়ে বেরনোর তোড়জোড় করে। সেজন্যই তাড়াতাড়ি রাতের আলো নিভে যাওয়াটাই স্বাভাবিক।

আমিও এসেছি বেড়াতে, কাশিিয়াং। একাই। পুজোর ছুটিতে বাঙালির বেড়ানোর রাশটা কমে গেলে আমি বেরোই এভাবেই, প্রতিবছর একাই। বছরের পাওনা ছুটি জমিয়ে, দিন পাঁচকের জন্য বেরিয়ে পড়ি। বাড়িতে একদিন একাই থাকে আমার মা, তার কাজের মেয়ে প্রতিমা কে নিয়ে। আমি জানি মায়ের চাপে খুব বেশিদিন আর এই একাকীত্ব সুখ থাকবে না। সংসার পাততে হবেই। কিন্তু এই স্বাধীন, একান্ত নিজের পরিসর টুকু খুব উপভোগ করি আমি। চারদিনের ছুটিতে ঠিকানা এবার কাশিিয়াং এর এই হোটেল হিলটপ। কাল দিনটা হাতে আছে। গতকাল ঘুরে নিয়েছি ডাওহিলের ঈগলস ক্রেগ, সুভাষ বসুর স্মৃতিবিজড়িত নিবাস, ডাওহিল পার্ক। কাল যাওয়ার কথা আছে গিদাপাহাড় ভিউ পয়েন্ট আর মকাইবাড়ি চা বাগান। এই দুদিনের জমে থাকা দাড়ি কাটাটা খুব দরকার ছিল, বেশ অস্বস্তিকর হয়ে গলে লেগে ছিল এই দিন তিনেকের খোঁচা খোঁচা দাড়ি। এটা আমার একটা অপছন্দের বিষয়। নিজের হাতে শেভ করে সবসময় ক্লিন থাকতে পছন্দ করি, যদিও সেটা এই কদিন আর হয়ে ওঠেনি। কাল সকালের ঠান্ডায় তাড়াহুড়া এড়াতে রাতেই তাই রেজর হাতে নিয়েছিলাম। আর তারপরেই এই বিপত্তি, অসাবধানতাবশত গলে একটা টানা কাটা আঁচড়, তার থেকে রক্তপাত।





"কে ওখানে?"

৩১১ থেকে গম্ভীর, ঈষৎ স্থূলিত গলায় প্রশ্ন ছুটে আসে।

আমি একটু থতমত খেয়ে আত্মঘোষণা করি।

ভেতরের আস্থান এবার সহজ উদাত্ত হয়।

"আরে মিঃ গুপ্ত যে? কি ব্যাপার, এতো রাতে? ইনসমনিয়া? তাই পায়চারি নাকি?"

আমি কুণ্ডাভরে ঘরের মেঝেতে পা দিই। আমাকে দেখেই একটু চমক ওঠেন ডাক্তার, "আরে গাল কাটলো কি করে? সব বললাম।

--" কোন ওষুধ কিছু আছে আপনার কাছে মলম জাতীয় বা ডেটল? আপনি ডাক্তার মানুষ, তাই ভাবলাম ."

--" ও, আচ্ছা। এই ব্যাপার? তা বেশ, অবশ্যই আছে।"

উঠে গিয়ে নিজের লাগেজ খুলে একটা ফার্স্ট এড কিটব্যাগ বার করে তার থেকে একটা স্যাভলনের শিশি এগিয়ে দিলেন।

ধন্যবাদ দিয়ে উঠতে যেতেই ডক্টর গোমেজ বললেন, --" আরে চললেন নাকি! বসুন না। তেমন রাত তো হয়নি। একটু গল্প করে যান। অবশ্য আপনার যদি ঘুম না পেয়ে থাকে। আমি তো একাই এসব সাজিয়ে বসেছিলাম। এখন আপনি যদি একটু কম্পানি দেন ..."

আমার চোখ চলে যায় সেন্টার টেবিলের ওপর। নীচের ড্রয়ার থেকে বার করে ওপরে সাজাচ্ছেন গোমেজ একটা জলের বোতল, ওয়াইন গ্লাস, মল্ট হুইস্কির বোতল, আইস ট্রে আর টুইজার।

--" চলে তো? "

আমি সবিনয়ে প্রত্যাখ্যান করি।





"সিগারেট?"

আমি সম্মতি জানাই। হাত বাড়িয়ে একটা হাফ প্যাকেট গোল্ড ফ্লেক এগিয়ে দেন গোমেজ। একটা তুলে নিয়ে সোফায় বসলাম। বুঝলাম আরও কিছুক্ষণ যাবে এখানে গল্প করে। সদ্য উপকার পেয়েছি। না করে দিয়ে চলে যাওয়া ঠিক হবে না।

দীর্ঘদেহী সুদর্শন ডক্টর গোমেজ এরপর ধীর মন্দ্র স্বরে বলে চলেন নানান গল্প। মূলতঃ নিজের জীবনের গল্প। মাঝে মাঝে আমার প্রশ্ন গল্পের স্রোতকে উজ্জীবিত করে। রাত বাড়তে থাকে, সময় এগোয়। বোতলের তরল কমতে কমতে অর্ধেক হয়ে আসে। বাইরে ঝিরঝিরি পাহাড়ি বৃষ্টি শুরু হয়।

কয়েকবার উঠি বলতে গিয়েও কেন যেন আটকে যাই। মন্দ লাগে না শুনতে এক অনাথ কুড়িয়ে পাওয়া শিশুর চার্চের তত্ত্বাবধানে বেড়ে ওঠা, জীবনে প্রতিষ্ঠা লাভের গল্প। পুরোটা একটা সিনেমার কাহিনীর মতো চোখের সামনে ফুটে উঠতে থাকে। এর মধ্যে বারবার অনুরোধ উপরোধ ফেলতে না পেলে তিন চারবার অনভ্যস্ত হাতে তুলে নিয়েছি পানীয়ের গ্লাস।

গল্পের শেষ দিকে এসে হঠাৎ যেন একটা বিষাদের মেঘ নেমে আসে ঘরজুড়ে। বাইরে তখন বৃষ্টির সঙ্গে একটা দামাল বাতাসও বইতে শুরু করেছে। জানালার পাল্লা গুলো বারবার আছড়ে পড়ে। ডক্টর গোমেজ উঠে গিয়ে জানালা বন্ধ করে দিয়ে এসে বসেন। একটা সিগারেট ধরিয়ে আবার শুরু করেন।

"জানেন এই মদের অভ্যাস কিন্তু আমার আগে ছিল না। ধরেছি যবে থেকে লীলা চলে গেল। লীলা মাই বেটার হাফ, মাই সুইটহার্ট লীলাবতী গোমেজ।"

ভারী টিপসি, লাল হয়ে ওঠা গোমেজের চোখমুখ জুড়ে যন্ত্রণা ছায়া ফেলে।

—"চলে গেল, না আমি শেষ করে দিলাম!! আই ডোন্ট নো। বাট আই ওয়াজ ওনলি রেসপনসিবল ফর দ্যাট মিসহ্যাপ। আমার গাফিলতি, আমার ভূমিকাই ছিল সবচেয়ে বড়ো ওর চলে যাওয়ার পেছনে।"

এরপর গোমেজের দীর্ঘ অবসন্ন বয়ানে উঠে আসে সেদিনের ঘটনা। আমি স্থানুর মতো শুনে যাই। সহানুভূতি বা মাঝে প্রশ্ন করা বেকার বুঝে একতরফা শ্রোতা হয়েই থাকি।

—"বুঝলেন মিঃ গুপ্ত, এই সেই অভিশপ্ত জায়গা, কাল সেই অভিশপ্ত দিন। দু হাজার পনেরো, গত বছর, বাইশে অক্টোবর। এই হোটেলই উঠেছিলাম আমরা দুজন। সেদিন ভোর ভোর হেঁটে বেরিয়েছিলাম ডাও হিল রোড ধরে। ইচ্ছে ছিলো পাহাড়ের কুয়াশা মাথা শীতল নিস্তন্ধ ভোর দেখবো।





ডাওহিল রোড থেকে একটা রাস্তা ছিঁড়ে গিয়ে পাহাড়ের কোল বরাবর মাটি পথ ধরে এগিয়ে গেছে দেখেছেন হয়তো। ঐ পথ ধরে একটু এগোলেই একটা ভিউ পয়েন্ট আছে। নাম মেনসিং পয়েন্ট। আসলে এটা বোধহয় ব্রিটিশ আমলে বানানো হয়েছিল ট্যুরিস্ট অ্যাট্রাকশনের জন্য। এটার একটা বৈশিষ্ট্য আছে। এই পয়েন্টটা প্রায় একরকম বুলন্ত আর এখান থেকে পাহাড়ের যে পাশটা দেখা যায় সেটা ইউনিক। অন্য কোন পয়েন্ট থেকে সেই অ্যাঙ্গেল টা ক্যাচ করে না। এসব আমি এখানকার লোকেদের থেকে শুনি এখানে আসার পর। তারপরই ঠিক করি ওটা দেখতে হবে। সেদিন ভোরে আমরা দুজন হাঁটতে হাঁটতে ওখানেই চলে গেলাম।

ব্রিটিশরা এটা পর্যটক আকর্ষণের জন্য বানালেও মূল রাস্তা থেকে একটু বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়ায় সেভাবে ভীড় জমাতে পারে নি। ডাওহিল রোডের ওপরেই অনেক ভিউ পয়েন্ট আছে। সেগুলোই পর্যটক টানে বেশি। অনাদরে অঘণ্টে অপরিচ্ছন্ন, হতশ্রী হয়ে রয়ে গেছে এই মেনসিং ভিউ পয়েন্ট।

কিন্তু এখান থেকে উল্টো দিকের পাহাড়ের দৃশ্য যে কি অসাধারণ আপনাকে কি করে বোঝাবো! না নিজের চোখে দেখলে বিশ্বাস করবেন না। তার সঙ্গে যোগ হয়েছে সদ্য ঘুম ভাঙা প্রকৃতির কুয়াশা মাথা রূপ।

"I gazed across the valley
at the mute, brown hills beyond,
dappled with dark, round, oaks,
that remind me of Africa's veld.

'What lies beyond you, hills? '

I asked, trying to peer
with imagination's eye
beyond and beyond and beyond,
into the heart of the world."

Max Reif এর একটি কবিতার প্রথম কটা লাইন এগুলো। ইংরেজি সাহিত্যে আমার একটু প্রীতি আছে। সেদিন সেই মুহূর্তে আমার এই লাইন গুলো মনে পড়ে গেছিল। প্রথমে গুণগুণ করে, তারপর উদাত্ত কণ্ঠে আবৃত্তি করতে লাগলাম এই ম্যাক্স রিফ। লীলাও আমার আবৃত্তির ভক্ত। পাশ থেকে ও উৎসাহ দিতে থাকে। আমি বেশ পোয়েটিক হয়ে আরো তুলে আনি "দ্য উডস্"। দূর পাহাড়ের দিকে চোখ রেখে, তারপর চোখ বুজে আবৃত্তি করতে থাকি।





লীলা ঘুরে ঘুরে বিভিন্ন অ্যাঙ্গেল থেকে পাহাড়ের এই অনির্বচনীয় সৌন্দর্য ক্যামেরায় ধরতে থাকে। হঠাৎ ঘটলো ছন্দপতন, লীলার কণ্ঠে তীব্র একটা আর্তনাদ। তার পরই উল্টো দিকের পাহাড় থেকে ভেসে আসা তার প্রতিধ্বনি আমার অন্তরাত্মা কাঁপিয়ে দেয়। চোখ খুলে পেছনে ঘুরে আর কাউকে দেখতে পাই না। শুধু একজায়গায় রেলিং এর একটা জং ধরা জয়েন্ট খুলে বাইরের দিকে শূন্যে দোল খাচ্ছে। হালকা কুয়াশার মধ্যেও দেখতে পাচ্ছি ভেঙে ঝুলে যাওয়া রেলিং এর নীচের দিকে আঁকড়ে ধরা চুড়ি পরা একটা হাত। দৌড়ে গিয়ে হাঁটু গেড়ে বসে ধরে ফেললাম লীলার হাত। লীলা শূন্যে ঝুলছে ... হাউ হাউ করে আতঙ্কে কাঁদছে। আমি সর্বশক্তি দিয়ে ওকে টেনে তোলার চেষ্টা করছি। শারীরিক শক্তি আমার নেহাৎ কম না। কিন্তু লীলার ধারেকাছে ঐ জায়গাটায় কোন সাপোর্ট নেই যেখানে ও শরীরটা রাখতে পারে বা পা দিয়ে চাড় দিতে পারে।

আমার হাত এই অসম্ভব ভারে ক্রমশঃ দুর্বল হতে লাগলো। চেষ্টা করে কোনো লাভ নেই, কারণ ত্রিসীমানায় কোন জনপদ নেই। আর সমস্ত শক্তি দিয়ে এই ভার ধরে রাখতে গিয়ে গলা দিয়ে আওয়াজও বেরোচ্ছে না। লীলার রক্তশূন্য মুখের দিকে তাকিয়ে বুঝতে পারি সেও বুঝছে আমি এক অসম শক্তিপরীক্ষায় নেমেছি। ঘেমে ওঠা হাত স্লিপ করতে আরম্ভ করেছে।"

গোমেজ থামলেন। চোখ বুজে নিস্তব্ধ অনেকক্ষণ বসে রইলেন। আবার এক সিপ ড্রিঙ্কস নিয়ে সিগারেট ধরিয়ে বললেন, "লীলার হাত ছেড়ে তলিয়ে যেতে যেতে ঐ মুখ আমি কখনো ভুলবো না। আজও স্বপ্নে তাড়া করে বেড়ায় ঐ মুখের ছবি। আমি ঘুম ভেঙে উঠে বসি প্রায় রাতেই।"

বললাম, "এই অ্যাক্সিডেন্ট এর ট্রমা কাটতে নিশ্চয়ই সময় লাগবে। অবশ্য আপনি ডাক্তার, আপনি ভালো জানবেন।"

গোমেজ বললেন, "তা ঠিক বটে। তবে কি জানেন, এটা কি পুরোটাই অ্যাক্সিডেন্ট? মানে আমি কি সত্যিই আর একটু চেষ্টা করলে বাঁচাতে পারতাম না? আমি কি এতটাই শক্তিহীন হয়ে পড়েছিলাম? আমার মতো সবল শক্তিশালী একজন তরুণ একটা ছোটখাটো মহিলা শরীর কে টেনে ওপরে তুলতে পারলো না? এটা কি খুব বিশ্বাসযোগ্য? নিজেকে প্রশ্ন করেও এর উত্তর পাই নি আজও। ঐ ভার রাখতে না পেরে আমিও যদি পড়ে যাই এ ভাবনা থেকেই হাত ছেড়ে দিই নি তো? এসব আমায় ভাবায়, হন্ট করে।"

আমি বললাম, "আপনার হাত থেকেই এই দুর্ঘটনা। তাই আপনার মনে এই অপরাধবোধ থেকে যাবে অনেকদিন, এটাই হয়তো স্বাভাবিক। তবে মনে হয় সময়ের সঙ্গে সঙ্গে ঠিক হয়েও যাবে। তা আপনি তো কোনো মনোবিদের মতামত নিতেই পারেন।"

গোমেজ মৃদু হাসলেন।--" তা হয়তো পারি। তবে তা ঠিক নিজেও চাই না বোধহয়। এই দুঃসহ স্মৃতি আমি জিইয়ে রাখতে চাই তা না হলে...."





বলতে বলতে গোমেজ নিজের ডান হাতের মণিবন্ধ থেকে পুলোভারের হাতা গুটিয়ে তুলে দিলেন বেশ কিছুটা। সেদিকে তাকিয়ে আমি শিউরে উঠলাম। কজির ওপর থেকে খানিকটা জায়গা জুড়ে লম্বালম্বি সমান্তরাল কতগুলো ঘষটে যাওয়া কালশিটে মার্কা দাগ।

"লীলার হাত নেমে যেতে যেতে এই ঘষটানি নখের আঁচড়ের দাগগুলো তৈরি হয়েছিল। এগুলো আমি মেলাতে দিই নি। নিয়মিত এগুলোকে আঁচড়ে আঁচড়ে জীবিত করে রেখেছি। সেদিনের স্মৃতির মতোই এগুলো টাটকা থাক। অন্ততঃ যতদিন লীলার ক্ষমা না পাচ্ছি।"

এ দৃশ্য দেখে আমার আতঙ্ক, বিবমিষা একসাথে তৈরি হলো। পেটের মধ্যে থাকা অনভ্যস্ত তরল গা পাক দিয়ে উঠে আসতে চাইলো। কোনরকমে টলতে টলতে বাথরুমে উঠে গিয়ে মুখে চোখে জল দিয়ে এলাম। ভাবছি এবার যাওয়া দরকার। ইনি এখন ডাক্তার এর থেকেও মানসিক রোগী বেশি।

বললাম, "আমি আসি এবার তাহলে। অনেক রাত হলো।"

ডাক্তার হেসে বললেন, "বোর হচ্ছেন বুঝতে পারছি। সরি সরি, নিজের এই ট্র্যাজেডির কথা আপনাকে বলে মুড অফ করে দেওয়া উচিত হয় নি আমার। তবু আপনাকে বলে আমি অনেক হালকা বোধ করছি জানেন?। থ্যাক্সস আপনাকে এতক্ষণ আমাকে সহ্য করেছেন। আর পাঁচ মিনিট নেবো আপনার, প্লিজ।"

অগত্যা আবার বসলাম।

ডাক্তার উঠে গিয়ে একটা ব্যাগ থেকে একটা বন্ধুখন্ড বার করে এনে আমার হাতে দিয়ে বললেন "এটা কি বলুন তো?"

আমি জিনিস টা হাতে নিয়েই বুঝতে পারলাম। না বোঝার কিছু ছিল না। ওটা একটা মেয়েদের সিল্কের স্কার্ফ। মাথায় বাঁধা হয় বা গলায় জড়ানো হয়। বললাম তাই।

-"ঠিক। এটা আমার লীলার শেষ চিহ্ন। সেদিন ওর কজিতে বাঁধা ছিল। হাত ছেড়ে চলে যাওয়ার পর আমার মুঠিতে ধরা ছিল এটা।"

খুলে দেখলাম, ভিতরে সুন্দর সুতোর কাজ করে লেখা "লীলা।"





–" কাল যাবো বুঝলেন ঐ ভিউ পয়েন্টে? ঐ সময়েই ... ও তাই তো, কাল নয়, আজ ই। এখনই আড়াইটা বাজে। পাঁচটায় যাবো মেনসিং পয়েন্ট। লীলাকে চাইবো মন প্রাণ দিয়ে, জানতে চাইবো সে কি এই একবছরে আমাকে ক্ষমা করেছে? যদি ক্ষমা করে তবেই তো আমি ফিরতে পারবো স্বাভাবিক জীবনে। "

গোমেজের টসটসে লাল মুখমন্ডল, রক্তাভ চোখ দেখে বুঝলাম, তরল পানীয় একে পুরোপুরি গ্রাস করে নিয়েছে। আমারও ভালোই পা টলছে, মাথা ব্লিস্ক করছে। এবার ঘরে যাওয়া, ঘুম দরকার।

গুড নাইট উইশ করে বেরিয়ে আসতে আসতে দেখলাম ভদ্রলোক স্টিরিওয় মৃদু সিম্ফনি চালিয়ে আবার এসে চেয়ারে বসলেন। বুঝলাম বাকি রাতটুকু জেগেই কাটানোর প্ল্যান, ভোর পাঁচটা পর্যন্ত।

কতক্ষণ ঘুমিয়েছি জানি না। একটা অস্বস্তি নিয়ে ঘুম ভাঙলো। শুয়ে শুয়ে ভাবছি এটাই, কেন ঘুম ভাঙলো। অনভ্যস্ত অ্যালকোহলের প্রভাবে মড়ার মতো ঘুম আসার কথা। খানিকক্ষণ উঠে বসে রইলাম। গোমেজের কথাগুলো মনে আসছিল। ঘড়ি দেখলাম ভোর চারটে সাতচল্লিশ। আবার শুতে গিয়ে চোখ গেল কাল রাতে ফিরে তড়িঘড়ি ছেড়ে রাখা চেয়ারের ওপর ডাঁই করে রাখা জামাপ্যান্ট গুলোর দিকে। হঠাৎ চমকে উঠলাম। স্তপের মধ্যে থেকে উঁকি দিচ্ছে একটুকরো লাল বস্ত্রখন্ড। ঘরের নাইটল্যাম্পের মৃদু আলোতেও ভুল হবার নয়, ওটা সেই মিসেস লীলাবতী গোমেজের সিল্কের রুমাল। কোনভাবে আমার সঙ্গে চলে এসেছে কাল রাতে। সঙ্গে সঙ্গে একটা অস্বস্তিও হতে লাগলো। একজন মৃত মানুষের শেষ নিদর্শন, আমার কাছে রয়ে গেল এতক্ষণ। পরক্ষণেই মনে হলো গোমেজ বলেছিলেন উনি যাবেন ভিউ পয়েন্টে, মৃত স্ত্রীর স্মৃতি তর্পণ করতে, আজই এখুনি। প্রায় সময় হয়ে গিয়েছে। হয়তো বেরিয়ে পড়েছেনও। এই জিনিসটা আজ তার নিশ্চয়ই প্রয়োজন ছিল। আমার নিশ্চয়ই দুঃখপ্রকাশ করে ফিরিয়ে দিয়ে আসা উচিত।

মন চাইলেও আমার শরীর জুড়ে প্রবল অবসাদ, মাথা টলোমলো। আমি বেশ বুঝতে পারছি এভাবে টলমল করতে করতে ওপর তলায় আমি যেতে পারব না।

আবার মনে হলো, তেমন দরকার থাকলে গোমেজ নিশ্চয়ই আমার থেকে নিয়ে যেত। এখন পাঁচটা বেজে গেছে। তিনি নিশ্চয়ই এতক্ষণে ভিউ পয়েন্টে চলে গেছেন। আমি নিজের শারীরিক অবস্থা বুঝে নিয়ে মনে মনে এবেলার ঘোরার সব প্ল্যান বাতিল করে আবার ধূপ করে শুয়ে ঘুমে ডুবে গেলাম।

একটা গাড়ির হুটার আর কিছু লোকের উঁচু গলায় কথাবার্তা শুনে ঘুমটা ভেঙে গেল। চোখ খুলে দেখি জানালা দিয়ে বেশ সূর্যের আলো এসে পড়েছে মেঝেতে। বেলা বেশ হয়েছে। দরজা খুলে বারান্দায় গিয়ে দেখি নীচে পুলিশের গাড়ি দাঁড়িয়ে আছে। ম্যানেজারের সঙ্গে কথা বলছেন অফিসার। আমার ফ্লোর বয়





জানালো ঘটনাটা। গোমেজ মেনসিং ভিউ পয়েন্ট থেকে পাঁচশ ফুট নিচে পড়ে মারা গেছেন। আমার মাথা ঝিমঝিম করে উঠলো।।

ঘরে ঢুকে খানিকক্ষণ থম মেরে বসে রইলাম। কাল রাতের সব কথা মনে পড়েছিল। গোমেজের সেই বিষাদ, অবসাদ, অপরাধী ভাবা নিজেকে। তাহলে কি সেই শোকে, অবসাদে স্ত্রীর কাছে চলে যাওয়াই ঠিক ভাবলেন? এভাবে শেষ করে দিলেন নিজেকে? পরমুহূর্তেই আরও একটা সম্ভাবনা মাথায় এলো। ভদ্রলোক যে পরিমাণ মদ খেয়ে গেছিলেন তাতে অসাবধানতা বশতঃ দুর্ঘটনা ঘটাও অসম্ভব নয়।

প্রায় সন্ধ্যা অবধি দফায় দফায় পুলিশের জিজ্ঞাসাবাদেও এই কথাগুলোই ঘুরে ফিরে উঠে আসছিলো। আমার বয়ান বার বার নেওয়া হলো, কারণ হোটেলের ফ্লোর বয় জানিয়েছে কাল রাতে আমি গোমেজের ঘরে ওষুধ চাইতে গিয়ে থাকতে পারি। আমিও সেটা অস্বীকার করার কোন কারণ দেখিনি। কাল রাতের সমস্ত ঘটনা, কথাবার্তা বিস্তারিত বলেছি। তাতে অফিসারের কাছে আত্মহত্যার তত্ত্ব টাই বেশি বিশ্বাসযোগ্য মনে হয়েছিল। তাছাড়াও ভিউ পয়েন্টে কোন রেলিং ভাঙা টাঙা ছিলো না। মানে দুর্ঘটনা হয়তো নয়।

অফিসারের কাছে পড়ে থাকা মৃত গোমেজের ছবি দেখে আমি শিউরে উঠলাম। অফিসারের ভুরু কুঁচকে উঠলো। "কি হলো? চমকে উঠলেন কেন? এনিথিং রং?"

অফিসারের প্রশ্ন শুনে কোনরকমে নিজেকে সামলালেও ভেতরের গুড়গুড় টা গেলো না। মুখে বললাম বটে, "না না কিছু না। আসলে সদ্য দেখা মানুষটার মৃতদেহ তো? একটু শক লাগলো।", আমার চোখ তখন আটকে আছে গোমেজের মৃতদেহের পাশে পড়ে থাকা লাল সিল্কের স্কার্ফ টার ওপর।

এটার কথা আমি এতক্ষন ভুলেই গিয়েছিলাম।

চেয়ারের দিকে তাকিয়ে দেখি কালকের সেই সব জামাকাপড় একই ভাবে পড়ে আছে। সেখানে কোন স্কার্ফ নেই, বরং আমার খয়েরি রঙের রুমালটার একটা পাশ দেখা যাচ্ছে। বুঝলাম, মানে বোঝার চেষ্টা করলাম ঘুম চোখে, নেশার ঘোরে এমন দৃষ্টিভ্রম হওয়া টা কিছু অস্বাভাবিক নয়।

অফিসার হোটেল ম্যানেজার এর বয়ানেও জেনেছিলেন গোমেজের স্ত্রীর গত বছর অ্যাক্সিডেন্ট এর কথা। আজ গোমেজ ভোরে বেরিয়ে যাবেন আগে থেকে বলে রাখায় কোলাপসিবল গেট তালা দেওয়া ছিল না। অফিসার মোটামুটি তদন্ত শেষ করে সন্তুষ্ট হয়ে বিকেলে বিদায় নিলেন। আমাকেও রিলিজ দিলেন যাতে কাল যথাসময়ে আমি বাড়ি ফেরার গাড়ি ধরতে পারি। তবে বলে রাখলেন প্রয়োজনে লোকাল থানার মাধ্যমে যোগাযোগ করা হতে পারে। জানি এটা রুটিন সতর্কবার্তা। তাই হাঁফ ছেড়ে বাঁচলাম।





বাড়ি ফিরলাম বটে কিন্তু শান্তি ফিরলো না পুরোপুরি। আটচল্লিশ ঘন্টার মধ্যেই লোকাল থানায় ডাক এলো। দুর্গদুক বুক হাজির হলো।

তদন্তে একটা নতুন তথ্য উঠে এসেছে। কাশিয়াং থানার সেই অফিসার ফোনে আমার বয়ান রেকর্ড করলেন। লোকাল থানায় আমার এজাহার লিখে সই করানো হলো। নতুন বিষয়টা এই যে, হিলটপ হোটেলের এক অ্যাসিস্ট্যান্ট কুক ভোর রাতে ঐ পাঁচটা নাগাদ বাথরুম করতে উঠে জানালা দিয়ে আমার মত কাউকে সামনের ডাওহিল রোড ধরে অকুস্থলের দিকেই যেতে দেখেছে। আবার সঙ্গে নাকি এক মহিলাও ছিলেন। সেদিন ভয়ে এসব আগ বাড়িয়ে বলেনি কাউকে। পরে মনে হয়েছে জানানো দরকার তাই ম্যানেজার কে বলে। ম্যানেজার পুলিশ কে বলে।

আমার মাথায় আকাশ ভেঙে পড়লো। এসব হচ্ছে টা কি আমার সঙ্গে? আমি বেমালুম সেদিন ভোরে অকাতরে ঘুমিয়েছি। এর বাইরে আমার কিছু মনে নেই।

অফিসার অবশ্য সেই ছেলেটির কথায় খুব বিশ্বাস করেছেন বলে মনে হলো না। বললেন, "এরা সব লোকাল মদ খেয়ে নিত্য নেশা করা ছেলে। সে রাতেও নেশা করে শুয়েছিল। তারপর এতদূর থেকে দেখা, নিশ্চিত করে আইডেন্টিফাই করা মুশকিল। আবার বলছে সঙ্গে মহিলা। সে আবার কোথেকে এলো!! যাক, আপনি যদি ইনভলভড না থাকেন তবে ঘাবড়ানোর দরকার নেই। আমরা এদিকটা দেখছি আরও ডিটেল। আবার আপনাকে ডাকা হতে পারে। ডোন্ট লিভ স্টেশন।

তবে আর একটা নতুন ডেভেলপমেন্ট আছে। গোমেজ ভদ্রলোক একেবারে নিপাট ভদ্রলোকও ছিলেন না। আমরা বডি হ্যান্ড ওভার করতে গিয়ে জেনেছি ভদ্রলোকের বিরুদ্ধে ডোমেস্টিক ভায়োলেন্সের অভিযোগ ছিল। বৌ এর গায়ে হাত তুলতো। ফ্যামিলির লোক ও বাইরের লোকেরাও জানতো। যদিও এখন এসব আর কোন কাজের কথা নয়। মোটকথা ওনার স্ত্রীর মৃত্যুটা নেহাৎ অ্যাক্সিডেন্ট নাও হতে পারে। আফটার অল কোন সাক্ষী নেই সেই দুর্ঘটনার। "

অফিসার ফোন ছাড়লেন।

আমি খানিক আতঙ্ক বিহ্বলতা নিয়ে হতবুদ্ধি হয়ে থানা থেকে বেরোলাম। সরাসরি অবশ্য বাড়ি আসিনি। একবার আমার পাড়ার ডাক্তারের চেম্বার হয়ে এলাম পূর্ব পরিকল্পনা মতোই।

ডাক্তার আমার ডান হাতটা কোলে নিয়ে টর্চ জ্বলে খানিকক্ষণ ভালো করে পরীক্ষা আর বললেন, "এগুলো তো স্ক্র্যাচ মার্ক বলেই মনে হচ্ছে। কোথাও আঁচড় টাচড় লেগেছিলো নাকি?"

আমি তড়াক করে হাতটা টেনে নিয়ে ডাক্তারের থেকে টর্চ নিয়ে ভালো করে দেখলাম আর সেই সঙ্গে চোখে অন্ধকারও দেখলাম। ব্যথা একটা কদিন ধরেই হচ্ছিলো, আজ স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে সমান্তরাল কয়েকটা হালকা ঘষটানো নখের আঁচড়ের মতো দাগ কঞ্জির ওপরে খানিকটা জায়গা জুড়ে ফুটে উঠেছে। ঠিক যেমন দেখেছিলাম গোমেজেরও হাতে। আমি শিউরে উঠে চোখ বন্ধ করে ফেললাম।





কার্শিয়াং বা লোকাল থানা থেকে আর কোনো ডাক আসে নি অবশ্য। বুঝলাম ওরা সেই হোটেলের ছেলেটার কথা বিশ্বাস করে নি। কিন্তু আমার মনে খচখচানি টা রয়েই গেলো। আমি লাল স্কার্ফটা এতো ভুল দেখলাম? আমি একটু ঘোরে, ঘুম চোখে ছিলাম বটে তবুও এতো বেসামাল কি আদৌ ছিলাম আমি তখন? আর কিছু তো দেখতে ভুল হলো না! সেটা আবার পরদিন মৃতদেহের পাশে পাওয়া গেল। আমার স্লিপ ওয়াক রোগ নেই বটে। কিন্তু আমি কি সত্যিই তারপর ঘুমিয়ে পড়েছিলাম? নাকি ঘুমের মধ্যে কোথাও হেঁটে গিয়েছিলাম? আমার বালিশে মাথা রাখার পর আসলে সব স্মৃতি কেমন ব্ল্যাক হয়ে গেছে। আবার ছেলেটা আমাকে যেতে দেখেছে বলছে। সঙ্গে মেয়েমানুষ!! আমার হাতে আঁচড়ের দাগ। বাপরে!! একসাথে এতগুলো ইলিউশন, হ্যালুসিনেশন!! যাক ভুলতে হবে, ভুলতে চেষ্টা করতে হবে।

এ ঘটনা খুব স্বাভাবিক কারণেই ভুলিনি। তাই বহুবছর পর ঘটনাচক্রে এক পেশাদার "হিপনোটিস্ট এন্ড মাইন্ড রিডারের" সঙ্গে আলাপ হতে এসবে খুব বিশ্বাস না থাকলেও কৌতূহল এর বশে জিজ্ঞেস করেছিলাম, "কোনো পুরনো অবচেতন স্মৃতি খুঁজে পাওয়া সম্ভব? একটা নির্দিষ্ট সময়ের?"

উনি একটু ভেবে বললেন, "খুব ডেফিনিট না হলেও একটা আউটলাইন পাওয়া যেতে পারে। অবশ্য একাধিক সিটিং লাগতে পারে"।

তা লেগেছিল। মোট তিনটি সিটিং লেগেছিল।

ভদ্রলোক অনেকক্ষণ আমার দিকে একদৃষ্টে চেয়ে বলেছিলেন, "কোনো এক পাহাড়ি পথে আপনি হাঁটছেন, একা নয়, সঙ্গে কেউ একজন সামনে আছেন... কোন মহিলা.. ট্রান্স স্টেটে আপনি বিভ্রিড় করে ম্যাডাম বলছিলেন সম্ভবতঃ। তিনি সম্ভবতঃ আপনাকে পথ দেখিয়ে নিয়ে যাচ্ছেন কোন একটা নির্দিষ্ট জায়গায়, কোনো একটা কাজ করে দিতে বলছেন আপনাকে। ব্যাস এটুকুই।"

আমি পাথর হয়ে বসে রইলাম। তার মানে শেষে আমার হাতে গোমেজ ... নাকি আমার হাত দিয়ে মিসেস গোমেজ...।

ধুস্। এসব বিশ্বাসযোগ্য? যত্নসব হ্যালুসিনেশন! এটা কি কোনো ভূতের গল্প নাকি!!





With Best Compliments From :



Tanishq



With Best Compliments From :



LUCKY - TECH Membranes Pvt. Ltd.

An exclusive partner of **SICOEN**

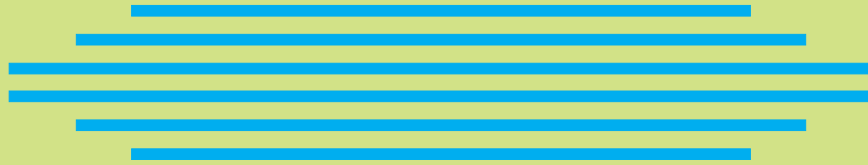
info@luckytech.in | luckytech.in





With Best Compliments From :

M/s. Biswarup Bhandar



With Best Compliments From :

Mortex (India)





With Best Compliments From :

M/s G. S. & Co. Enterprise



With Best Compliments From :

M/s DDS TILES & SANITATION





With Best Compliments From :

M/S. PDS CON



With Best Compliments From :

P. BANNERJEE & CO.





With Best Compliments From :

M/s. Soumily Enterprise

With Best Compliments From :

**M/s. FlavourKit Agro
Industries LLP**

With Best Compliments From :

M/s. Bose Enterprise

With Best Compliments From :

M/s. Chandra Medical





With Best Compliments From :

**LABCURE SOLUTIONS
PVT LTD**

With Best Compliments From :

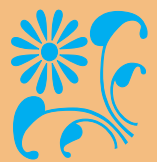
**BP PROICUTS
PVT LTD**

With Best Compliments From :

**SHRISTINAR
GIWAHATI
PVT
LTD**

With Best Compliments From :

HELIOUS MEDICAL





With Best Compliments From :

**M/S ANGELO GLASS
ENTERPRISE**

With Best Compliments From :

**NEW
POLIVIEW
SPECIALITY
CLINIC**

With Best Compliments From :

**SIZZLING SLIT
STUDIO
POTTERY**

With Best Compliments From :

**M/S. CHOUDHURY
BROTHERS**





With Best Compliments From :

M/S POONAM STORE

With Best Compliments From :

BANK OF BARODA

With Best Compliments From :

**SHIV SANKAR
TUBE CO.**

With Best Compliments From :

**A
WELL
WISHER**





With Best Compliments From :



ACKNOWLEDGED LEADERSHIP IN TECHNOLOGY

International Combustion (India) Limited, a leading manufacturer of industrial machinery, serves all major core sector industries, specially process industries. Its specialised range of products include various types of Vibrating Screens like Flip-Flow, Multideck Sizer/Fine Screens, Feeders, Jaw, Cone & VSI Crushers, Polymer Deck & Liner, Bulk Material Handling Equipment, Raymond Grinding Mills and Flash Drying Systems, Rotary Drum Dryer as well as Geared Motors & Gear Boxes.

Technical collaborations and licensing agreements with world leaders in the respective product groups have enabled it to manufacture premium quality plant and machinery.

As part of expansion program, the company manufactures high-end building materials and construction chemicals, in partnership with Cementos CAPA, Spain, one of the global leaders in this field.

BAUER
geared motors
Germany
Gear Boxes/Geared Motors

MOGENSEN
Germany
Sizers

MOZEIR
Process Technology Pvt. Ltd.
Germany
Rotary Dryers

OMNI
Brazil
Screens & Crushers

Fleximat
Austria
Flip Flow Screens

KÜPER
Germany
Polyurethane and Rubber
Screen Decks

CAPA
Spain
Dry Mix Mortars

ic International Combustion (India) Limited

INFINITY BENCHMARK, 11th Floor, Plot-G1, Block - EP & GP, Sector-V, Salt Lake Electronics Complex, Kolkata - 700 091
Ph: (033) 3315 3000, Fax: (033) 2357 6653, e-mail: info@internationalcombustion.in, Website: www.internationalcombustion.in

Works : Baidyabati (West Bengal) • Nagpur (Maharashtra) • Aurangabad (Maharashtra) • Ajmer (Rajasthan)





শুভ

বিজয়া

SHUBHO BIJOYA